বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ জেলার শৈলাবাড়ী রক্ষা প্রকল্প, ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ও ভোলা জেলাধীন লালমোহন উপজেলার অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) ২০০৫-২০০৬ হতে ২০১০-২০১১ এর হিসাব সম্পর্কিত

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

প্রথম খন্ড

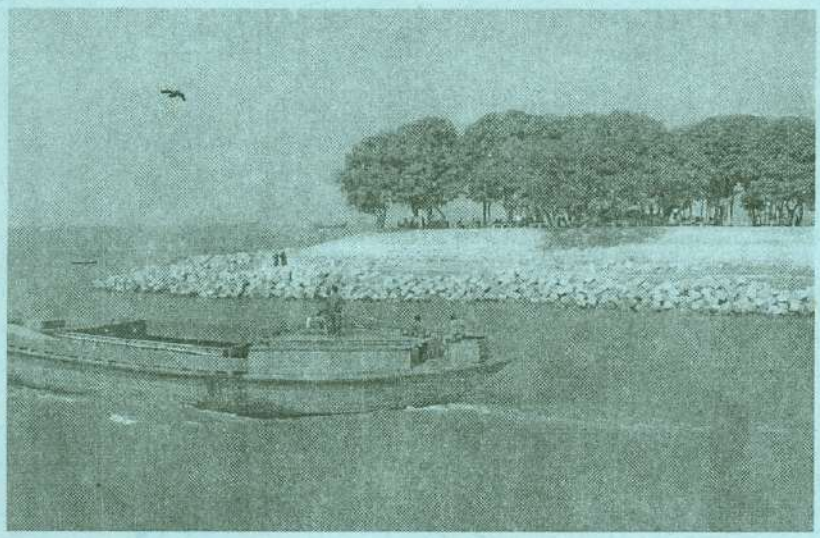

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ- ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ জেলার শৈলাবাড়ী রক্ষা প্রকল্প, ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ও ভোলা জেলাধীন লালমোহন উপজেলার অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) ২০০৫-২০০৬ হতে ২০১০-২০১১ এর হিসাব সম্পর্কিত

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

প্রথম খন্ড

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
৮	অডিটের সুপারিশ	৫
৯	দ্বিতীয় অধ্যায়	৫
	অনুচ্ছেদ নম্বর ও আপত্তির শিরোনাম	
১০	**অনুচ্ছেদ-১ঃ** ব্লক স্থাপন কাজে স্থাপিত ব্লক সমূহের মাঝে গ্যাপ বাদ না দেয়ায় এবং ১০ মিটার দৈর্ঘ্যে ব্লকস্থাপন না করায় সরকারের ৮৪,২১,২৯৪ টাকা ক্ষতি।	৯-১০
১১	**অনুচ্ছেদ-২ঃ** ২৩,৮৭০টি সিসি ব্লক সরবরাহ না নিয়েই ঠিকাদারকে ৩৭,৬৫,৯৮১ টাকা পরিশোধ।	১১
১২	**অনুচ্ছেদ-৩ঃ** রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারের ২,৮৮,৯৭,৯৮৬ টাকা ক্ষতি।	১২-১৩
১৩	**অনুচ্ছেদ-৪ঃ** সিসি ব্লক উৎপাদনের কাজকে খন্ড খন্ড করে সম্পাদন করায় প্যাকেজ সমূহের মধ্যে একক দরের তারতম্যজনিত কারণে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় ৮৩,৭৫,৫০৬ টাকা।	১৪
১৪	**অনুচ্ছেদ-৫ঃ** সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের দরপত্র সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব ২৩,৯৭,৫০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।	১৫
১৫	**অনুচ্ছেদ-৬ঃ** মূল চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশী দরে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২১,১৪,২৯৬ টাকা ক্ষতি।	১৬
১৬	**অনুচ্ছেদ-৭ঃ** প্রকল্প চালু অবস্থায় ইতিপূর্বে সম্পাদিত কাজের স্থানে পুনর্বাসন কাজের নামে ৫৮,৭৭,১৮২ টাকা সরকারি অর্থের অপচয়।	১৭
১৭	**অনুচ্ছেদ-৮ঃ** টেস্ট রিপোর্ট ব্যতীত সিসি ব্লক উৎপাদন করায় সরকারের ১৯,৬৪,৭২৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	১৮
১৮	**অনুচ্ছেদ-৯ঃ** উৎপাদিত শতভাগ সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০মিটারের বাইরে বিবেচনায় ধরে শ্রমিক মজুরী প্রদান করায় ৩,১৯,৭৫,৮৬৯ টাকা ক্ষতি।	১৯
১৯	**অনুচ্ছেদ-১০ঃ** চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের (২য় পর্যায়) ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের ব্যয়ের রেকর্ডপত্র সরবরাহে অপারগতা।	২০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই বিশেষ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ : ৫ই ফাল্গুন/১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৭/০২/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ জেলার শৈলাবাড়ী রক্ষা প্রকল্প, ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ও ভোলা জেলাধীন লালমোহন উপজেলার অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) ২০০৫-২০০৬ হতে ২০১০-১১ সালের হিসাব ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। উক্ত প্রকল্প সমূহের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক আর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ অব্যাহত আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ব্যয় সাশ্রয়ী দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

তারিখ : ৬ই মাঘ/১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯/০১/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
		০
১	ব্লক স্থাপন কাজে স্থাপিত ব্লক সমূহের মাঝে গ্যাপ বাদ না দেয়ায় এবং ১০ মিটার দৈর্ঘ্যে ব্লক স্থাপন না করায় সরকারের ক্ষতি।	৮৪২১২৯৪
২	২৩৮৭০টি সিসি ব্লক সরবরাহ না নিয়েই ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ।	৩৭৬৫৯৮১
৩	রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারের ক্ষতি।	২৮৮৯৭৯৮৬
৪	সিসি ব্লক উৎপাদনের কাজকে খন্ড খন্ড করে সম্পাদন করায় প্যাকেজ সমূহের মধ্যে একক দরের তারতম্যজনিত কারণে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	৮৩৭৫৫০৬
৫	সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের দরপত্র সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ার কারণে সরকারের ক্ষতি।	২৩৯৭৫০০
৬	মূল চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশী দরে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	২১১৪২৯৬
৭	প্রকল্প চালু অবস্থায় ইতিপূর্বে সম্পাদিত কাজের স্থানে পুনর্বাসন কাজের নামে সরকারি অর্থের অপচয়।	৫৮৭৭১৮২
৮	টেস্ট রিপোর্ট ব্যতীত সিসি ব্লক উৎপাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৯৬৪৭২৬
৯	উৎপাদিত শতভাগ সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০ মিটারের বাইরে বিবেচনায় ধরে শ্রমিক মজুরী প্রদান করায় ক্ষতি।	৩১৯৭৫৮৬৯
১০	চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের (২য় পর্যায়) ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের ব্যয়ের রেকর্ডপত্র সরবরাহে অপারগতা।	০০
	সর্বমোট=	৯,৩৭,৯০,৩৪০

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০০৫-০৬ হতে ২০১০-১১।
নিরীক্ষিত প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান	ঃ	শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার জন্য নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প, নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, সিরাজগঞ্জ এবং বিআরই (বিশেষায়িত) পওর বিভাগ, পাউবো, সিরাজগঞ্জ।
	ঃ	চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২ এবং ৩), নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, চাঁদপুর।
	ঃ	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়), নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-১, পাউবো, ভোলা।
	ঃ	লালমোহন উপজেলার অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প, নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, পাউবো, ভোলা।
নিরীক্ষা প্রকৃতি		বিশেষ নিরীক্ষা ।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১২-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। ১১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ ; পারস্পরিক আলোচনা ও বাস্তব পরিদর্শন।
নিরীক্ষাদলের সদস্যদের নাম ও পদবী	ঃ	১। জনাব মোঃ আককাছ আলী প্রামাণিক, উপ-পরিচালক ও দলনেতা। ২। জনাব হুমায়ুন কবির, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য। ৩। জনাব মোঃ হায়তুল নূর সেলিম শাহ, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য। ৪। জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম খান, এসএএস সুপার, সদস্য।
রিপোর্ট প্রণয়নে	ঃ	১। জনাব কে এম সিরাজুল মুনির, পরিচালক। ২। জনাব এ কে এম জুবায়ের, উপ-পরিচালক। ৩। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার। ৪। জনাব মাহসুমা সাফতা, সহকারী পরিচালক।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- টেস্ট ছাড়াই সিসি ব্লক উৎপাদন;
- নিরীক্ষাকালে রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাদলের নিকট সময়মত সরবরাহ না করা ;
- সিসি ব্লক স্থাপনে গ্যাপ বাদ না দেয়া ;
- একই কাজকে খন্ড খন্ড করে সম্পাদন ;
- সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের দরপত্র সিডিউল বিক্রির টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়া ;
- চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশী দরে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ ;
- প্রকল্প চালু অবস্থায় ইতিপূর্বে সম্পাদিত কাজের স্থানে পুনর্বাসন কাজ করে অর্থ অপচয় ;
- সিসি ব্লক সরবরাহ না নিয়েই অর্থ পরিশোধ;
- ডাম্পিং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ব্লকের চেয়ে বেশী সিসি ব্লক ডাম্পিং;
- ১০০% সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এ ২০০ মিটারের বাইরে দেখিয়ে শ্রমিক মজুরী পরিশোধ।
- প্রকল্প খাতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ:

- সিসি ব্লকের গুণাগুণ নিশ্চিত না করেই নিম্নমানের ব্লক স্থাপন ;
- একই কাজকে সীমাতিরিক্ত লটে বিভক্তিকরণ ;
- পুনঃ দরপত্র আহবান না করেই বেশী দরে ঠিকাদার নির্বাচন ;
- সিসি ব্লক স্থাপন কাজে গ্যাপ বাদ না দেয়া ;
- সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করা ;
- সিডিউল বিক্রির টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা ;
- চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশীদরে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ ;
- ব্লক সরবরাহ না নিয়েই অর্থ পরিশোধ ;
- বাস্তবে কম সিসি ব্লক তৈরী করে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ।
- প্রকল্প খাতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান রাখায় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত।

অডিটের সুপারিশ:

- আপত্তিতে যে সকল অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;
- সিসি ব্লক উৎপাদনে ব্লকের মান নিশ্চিত করতে হবে ;
- বাস্তবতার আলোকে প্রকল্প নির্বাচন এবং সরকারি স্বার্থ বিবেচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে ;
- দরপত্র মূল্যায়ন এবং ঠিকাদার নির্বাচনে সরকারি স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে ;
- উৎপাদিত সিসি ব্লকের প্রকল্প ওয়ারী ইনভেন্টরী সংরক্ষণ করতে হবে;
- বাজেট প্রণয়নের পূর্বে সঠিকভাবে প্রয়োজন নির্ধারণ করে প্রকল্প খাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা আবশ্যক;
- একই কাজকে খন্ডীকরণের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ -০১

শিরোনাম : ব্লক স্থাপন কাজে স্থাপিত ব্লক সমূহের মাঝে গ্যাপ বাদ না দেয়ায় এবং ১০ মিটার দৈর্ঘ্যে ব্লক স্থাপন না করায় সরকারের ৮৪,২১,২৯৪ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- পাউবো'র আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-১, ভোলা কার্যালয়ের 'ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর ২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ সালের হিসাব ১১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিল ভাউচার, এমবি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উক্ত প্রকল্পে ১৩০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২৮ মিটার প্রশস্থে অর্থাৎ চেইনেজ ১২.২০০ কিঃমিঃ হতে ১৩.৫০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত ৪০×৪০×৪০ সেন্টিমিটার সাইজের প্রতিটি সারিতে ৬৪টি করে ৪(চার) স্তরে ৮,১৮,৮৫৫টি ব্লক উৎপাদন ও স্থাপনের জন্য ৬ জন ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। ব্লক স্থাপনে একটি ব্লক হতে অন্য ব্লকের মধ্যে গ্যাপ থাকে। ব্লকের সংখ্যা নির্ধারণের সময় দৈর্ঘ্যের জন্য গ্যাপ বিবেচনা না করেই ৮,১৮,৮৫৫টি ব্লকের মূল্য ঠিকাদারগণকে পরিশোধ করা হয়েছে। ২৮ মিটার প্রস্থে ব্লকের প্রয়োজন (২৮÷০.৪০) ৭০টি। সেক্ষেত্রে গ্যাপ বাদে ব্লক স্থাপন করা হয়েছে ৬৪টি। কিন্তু দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে ব্লকের গ্যাপ বাদ দেয়া হয়নি। দৈর্ঘ্যে ব্লকের সারি হবে (১৩০০÷০.৪০) ৩২৫০টি । উক্ত ৩২৫০টি সারির ৫% বাদে প্রকৃত সারি হবে (৩২৫০-১৬২) ৩০৮৮টি। অপরদিকে (৬৪×৪÷৮১৮৮৫৫) ৩১৯৮.৬৫ বা ৩১৯৯ সারিতে ব্লক স্থাপন বাস্তবতার চেয়ে বেশী। ফলে ১১১(৩১৯৯-৩০৮৮) সারিতে মোট {১১১ সারি ×৬৪টি ব্লক×৪(স্তর)} ২৮,৪১৬টি সিসি ব্লক অতিরিক্ত সরবরাহ নেয়া হয়েছে যার মূল্য ৬৮,৭৩,২৬২ টাকা।

- এছাড়া ১৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১০মিটার(৫+৫) দৈর্ঘ্যের ২টি খাল রয়েছে; কিন্তু সিসি ব্লক স্থাপনের সময় খালের গ্যাপ বাদ দেয়া হয়নি। ফলে খালে (১০÷০.৪×৬৪×৪) ৬৪০০টি ব্লক স্থাপন না করেই পুরো ১৩০০ মিটার ব্লক স্থাপনের মেজারমেন্ট নেয়া হয়েছে। ৬৪০০টি ব্লকের মূল্য ১৫,৪৮,০৩২ টাকা (**পরিশিষ্ট-ক**)।

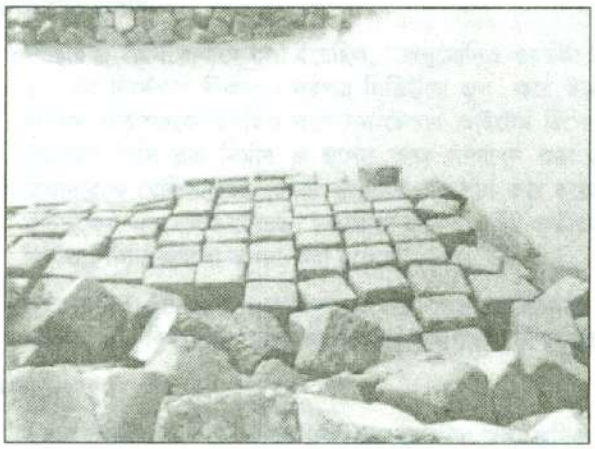

(দুটি ব্লকের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ এবং দুটি খালে ব্লক স্থাপন না করার বাস্তব চিত্র)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, "ডিজাইন অনুযায়ী দুটি ব্লকের মাঝে গ্যাপ দিয়ে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। ১৩০০ মিটারের মধ্যে ১০ মিটার স্থানে খালের তলদেশে সি সি ব্লক বসানো হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ/জন প্রতিনিধিদের আপত্তির কারণে খাল ২টি বন্ধ করা যায়নি"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রশস্থতার ক্ষেত্রে গ্যাপ বাদ দিয়ে নক্শা অনুমোদনসহ যাবতীয় কার্য সম্পাদন করায় ৭০টির স্থলে ৬৪টি ব্লক অর্থাৎ প্রতি সারিতে ৮টি ব্লক কম স্থাপন করতে হয়েছে। অনুরূপভাবে দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও গ্যাপ বাদ দেয়া যুক্তিযুক্ত ছিল কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। অপরদিকে ১৩০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ২টি খাল রয়েছে। খালে ব্লক স্থাপনের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ১৩০০ মিটারের মধ্যে হতে ২টি খালের দৈর্ঘ্য প্রায় (৫+৫) ১০ মিটার বাদ না দিয়ে পুরো ১৩০০ মিটার ব্লক স্থাপন দেখিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে বিধায় জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ২৮-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সরকারি ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০২

শিরোনাম : ২৩,৮৭০টি সিসি ব্লক সরবরাহ না নিয়েই ঠিকাদারকে ৩৭,৬৫,৯৮১ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

- পাউবো'র আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ কার্যালয়ের 'সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের' ২০০৭-২০০৮ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৯-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে সিসি ব্লক ডাম্পিং রেজিস্টার ও বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- উক্ত প্রকল্পের যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য ঠিকাদার মেসার্স এসএলআইএইচ (জেভি)কে ৭,৯৫,৭০,৬৯৬ টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত টাকার মধ্যে নন-টেন্ডার আইটেম ৪০x৪০x২০ সেঃমিঃ সাইজের সিসি ব্লক ৮১২০ টির মূল্য ১০,৪০,৬৬২ টাকা। ০.২৩% নিম্নদরে ১০,৩৮,২৬৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ব্লকগুলো প্লেসিংকৃত হলেও উক্ত ব্লক প্লেসিং এর জন্য শ্রমিক মজুরী পরিশোধ করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবে ব্লকগুলো সরবরাহ না নিয়েই ঠিকাদারকে ১০,৩৮,২৬৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে ।
- মূল কাজ অনুযায়ী ঠিকাদার ৪০সেঃমিঃx৪০সেঃমিঃ ৮১৯৩০ টি ব্লক উৎপাদন করেছেন। এর মধ্যে ৩০,৯১২টি ডাম্পিং করা হয়েছে এবং ৫১০১৮টি স্থাপন করা হয়েছে । যার শ্রমিক মজুরী দেয়া হয়েছে (৫১০১৮x.৪০x. ৪০x.৪০) = ৩২৬৫.১৭ ঘঃমিঃ কিন্তু নন টেন্ডার আইটেমের ৮১২০ টি সিসি ব্লকের জন্য কোন শ্রমিক মজুরী দেয়া হয়নি। অপরদিকে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্মারক নং- এস-৪/১৯৭৬ তারিখঃ ০৫-১০-২০১১খ্রিঃ উক্ত প্রজেক্টের সিসি ব্লকের তথ্যাদি প্রতিবেদন এ মজুদকৃত ব্লক হিসেবে শূন্য দেখানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় বাস্তবে ঠিকাদার হতে ব্লক নেয়া হয়নি।
- মনিকো লিটল (জেঃভিঃ) আর বিএস ৫ ও ৬ চুক্তির মাধ্যমে ৭৮৭৫+৭৮৭৫ সর্বমোট ১৫৭৫০টি ৪০x৪০x২০ সেন্টিমিটার সাইজের ব্লক তৈরীর জন্য ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত ব্লকগুলো স্থাপনের জন্য শ্রমিক মজুরী পরিশোধ করা হয়নি। অপরদিকে মজুদকৃত ব্লকের সংখ্যা শূন্য দেখানো হয়েছে এতে প্রমানিত হয় যে, বাস্তবে ব্লকগুলো সরবরাহ নেয়া হয়নি। ফলে ৩৭,৬৫,৯৮১ টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে। কারণ নির্বাহী প্রকৌশলীর স্মারক এম-৪/ ১৯৭৬ তারিখ-৫-১০-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বগুড়া পওর সার্কেল বাপাউবো বগুড়াকে শৈলাবাড়ী প্রকল্পের নির্মিত সিসি ব্লকের প্রতিবেদনে মজুদকৃত ব্লক শূন্য দেখানো হয়েছে (**পরিশিষ্ট-খ**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংস্থার প্রাথমিক জবাবে বলা হয়েছিল, ''অনুমোদিত ওয়ার্কিং ডিজাইন এ ৪০সেঃমিঃx৪০সেঃমিঃx ২০সেঃমিঃ সাইজের সিসি ব্লক স্থাপনের নির্দেশনা থাকলেও দরপত্র সিডিউলে ভুল করে উক্ত সাইজের সিসি ব্লক নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে নন-টেন্ডার আইটেম হিসেবে ওয়ার্কিং ডিজাইন অনুসরণে ৪০সেঃমিঃx৪০সেঃমিঃx২০সেঃমিঃ সাইজের সিসি ব্লক নির্মাণ ও স্থাপন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং সিসি ব্লক স্থাপন কাজের মজুরী বাবদ বিল সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে রেজিস্টারের রেকর্ড অনুযায়ী পরিশোধ করা হয়েছে। নন-টেন্ডার আইটেম হিসেবে সম্পাদিত কাজের জন্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে। উপরোক্ত বর্ণনায় এটিই প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তবে সিসি ব্লক নির্মাণপূর্বক রেজিস্টারে রেকর্ড করতঃ নির্মিত সিসি ব্লকগুলো স্থাপন করা হয়েছে''।
- সর্বশেষ ২০-০৬-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, ''২৩৮৭০টি ব্লক সরবরাহ নিয়ে প্লেসিং এর মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে''। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ব্লকগুলো স্থাপনের জন্য শ্রমিক মজুরী দেয়া হয়নি। অপরদিকে মজুদকৃত ব্লকের মধ্যে উক্ত ব্লকের কোন হদিস নেই। তাই মূল চুক্তি বহির্ভূত ৪০সেঃমিঃx৪০সেঃমিঃx ২০সেঃমিঃ সাইজের ২৩৮৭০টি ব্লক সরবরাহ না নিয়েই অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। আধা সরকারি পত্রের প্রেক্ষিতে ২০-০৬-১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত সম্পূর্ণ ক্ষতির অর্থ আদায় করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -০৩

শিরোনাম : রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারের ২,৮৮,৯৭,৯৮৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- পাউবো'র আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-১, ভোলা কার্যালয়ের 'ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর ২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ সালের হিসাব ১১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিল ভাউচার, এমবি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্পে (২য় পর্যায়) সিসি ব্লক স্থাপন ও স্লোপ প্রটেকশন কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে বিভিন্ন ঠিকাদার দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেন। দরপত্রে অংশ গ্রহণকৃত রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করে উর্দ্ধদরে ঠিকাদার নির্বাচন করায় সরকারের ২,৮৮,৪০,০১৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র প্রস্তাব বাতিল করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বনিম্ন দর দাতাকে দর বিশ্লেষণী প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি তা প্রেরণ করেননি বিধায় তাকে চূড়ান্তভাবে রেসপনসিভ করা হয়নি। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যে স্মারকে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট দর বিশ্লেষণ চাওয়া হয়েছে তার রেকর্ডপত্র সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলে তা সরবরাহ করা হয়নি (পরিশিষ্ট-গ)।

- ১ম দরপত্র মূল্যায়নে সর্বনিম্ন দরদাতাকে রেসপনসিভ দরদাতা হিসেবে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ঘোষণা করেছেন। বিধায় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করায় সরকারি অর্থের ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে ২য় দফায় দরপত্র মূল্যায়নের সময় সর্বনিম্ন দরদাতাকে সুকৌশলে বাদ দেয়া হয়েছে।

- পিপিআর/০৮ এর বিধি ৯৮(২৩) অনুযায়ী দাপ্তরিক মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্যে সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক দর দাখিল হলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলন পুনঃপরীক্ষা করতে হবে।

- আলোচ্য ক্ষেত্রে, উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি।

- পরিশিষ্টের ১ ক্রমিকে জেএন্ডসি- এ কে এম এস এস -জেভি এর দরপত্র মূল্য ২,২৯,১৫,০৯০ টাকা সর্বনিম্ন (৪৩.১৩% নিম্নদর) দরদাতা হিসেবে রেসপনসিভ করা হয়। পরবর্তীতে, রূপালী কনস্ট্রাকশন এর দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে ৩,৪২,৪৬,৬৬৪ টাকায় দরপত্র গ্রহণ করা হয় (প্রাক্কলিত মূল্য = ৪,০২,৯২,৩৩৪ টাকা)।

- পরিশিষ্টের ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত কেএস টিবিইএলজেসি (জেভি) এর দরপত্র মূল্য ২,১৫,৩২,৬৪১ টাকা সর্বনিম্ন (৪৬.৫৬% নিম্নদর) দরদাতা হিসেবে রেসপনসিভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে এম আই এন্ড কেই (জেভি) এর দর = ৩,৪২,৪৮,৪৮৪ টাকা মূল্যে, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দরের সাথে যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় দরপত্র গ্রহণ করা হয় (প্রাক্কলিত মূল্য ৪,০২,৯২,৩৩৪) ।

- পরিশিষ্টের ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত দি ভূইয়া ইঞ্জিনিয়ার্স এর দরপত্র মূল্য ৭১,৫০,২২৭ টাকায় (৩৮.০৫% নিম্ন দর) রেসপনসিভ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে, ঠিকাদার এসি-ডিসি(জেভি) এর দরপত্র মূল্য = ৯৫,৭৯,৮০৪ টাকায়, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের মধ্যে থাকায় ও যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় উহা গ্রহণ করা হয় (প্রাক্কলিত মূল্য ১,১৫,৪১,৯৩২ টাকা)।

- পরিশিষ্টের ক্রমিক-৪ এ বর্ণিত এস এস ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন এর দরপত্র মূল্য ৭১,৭৬,৫৬৮ টাকা রেসপনসিভ করা হয়। পরবর্তীতে মেসার্স মোজাফ্ফর এন্টারপ্রাইজ এর দর ৯৫,৯৭,৫৬০ টাকা, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের মধ্যে হওয়ায় এই দরপত্র যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়। (দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ১,১৫,৫৬,১৪৬ টাকা)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ২৮-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে যে, " প্যাকেজ নং W6RBP এ মোট ২৫টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৭টি দরপত্র রেসপনসিভ, যা ০.৫০ হতে ৪৩.১৩% নিম্নদর। যা আনব্যালেন্সডস কোটেড এ্যামাউন্ট বিবেচনা করে টিইসি-৪ এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে দর বিশ্লেষণ চাওয়া হয়। ১৩ জন ঠিকাদার দর বিশ্লেণ দাখিল করেন, টিইসি-৪ দর বিশ্লেষণ যথাযথ/ সঠিক হিসাবে বিবেচনা করেননি। এর প্রেক্ষিতে টিইসি-৪ কর্তৃক পিপিআর /০৮ এর ৯৮(২৩) ধারা অনুযায়ী রূপালী কনস্ট্রাকশন এন্ড এ এইচ এম (জেভি) এর উদ্ধৃত ১৪.৪৭% নিম্নদর (টাকা ৩,৪২,৪৬,৬৬৪) গ্রহণকরতঃ নোটিশ অব এ্যাওয়ার্ড প্রদানের সুপারিশ করা হলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল, পাউবো, ভোলা ও চেয়ারম্যান, টিইসি-৪, উক্ত দর অনুমোদন করেন।

- "প্যাকেজ নং W5RBP এ মোট ৩০টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৫টি দরপত্র রেসপনসিভ, যা ০.২৫ হতে ৪৬.৫৬% নিম্নদর। যা আনব্যালেন্সডস কোটেড এ্যামাউন্ট বিবেচনা করে টিইসি-৪ এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে দর বিশ্লেষণ চাওয়া হয়। ১৪ জন ঠিকাদার দর বিশ্লেণ দাখিল করেন, টিইসি-৪ দর বিশ্লেষণ যথাযথ/ সঠিক হিসাবে বিবেচনা করেননি। এর প্রেক্ষিতে টিইসি-৪ কর্তৃক পিপিআর /০৮ এর ৯৮(২৩) ধারা অনুযায়ী এম আই এন্ড কে ই (জেভি) এর উদ্ধৃত ১৪.৪৭% নিম্নদর (টাকা ৩,৪২,৪৮,৪৮৪) গ্রহণকরতঃ নোটিশ অব এ্যাওয়ার্ড প্রদানের সুপারিশ করা হলে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল, পাউবো, ভোলা ও চেয়ারম্যান, টিইসি-৪, উক্ত দর অনুমোদন করেন।
- "প্যাকেজ নং W8RBP এ মোট ২২টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৩টি দরপত্র রেসপনসিভ, যা ৩৮.০৫% নিম্নদর। যা আনব্যালেন্সডস কোটেড এ্যামাউন্ট বিবেচনা করে টিইসি-৪ এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে দর বিশ্লেষণ চাওয়া হয়। ৮ জন ঠিকাদার দর বিশ্লেণ দাখিল করেন, টিইসি-৪ দর বিশ্লেষণ যথাযথ/ সঠিক হিসাবে বিবেচনা করেননি। এর প্রেক্ষিতে টিইসি -৪ কর্তৃক পিপিআর /০৮ এর ৯৮(২৩) ধারা অনুযায়ী এসি-ডিসি (জেভি) এর উদ্ধৃত ১৬.০১% নিম্নদর (টাকা ৭৫,৭৯,৮০৪) গ্রহণকরতঃ নোটিশ অব এ্যাওয়ার্ড প্রদানের সুপারিশ করা হলে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল, পাউবো, ভোলা ও চেয়ারম্যান, টিইসি-৪, উক্ত দর অনুমোদন করেন।
- "প্যাকেজ নং W7RBP এ মোট ১৭টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১১টি দরপত্র রেসপনসিভ, যা ১.১০ হতে ৩৭.৯০% নিম্নদর। যা আনব্যালেন্সডস কোটেড এ্যামাউন্ট বিবেচনা করে টিইসি-৪ এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে দর বিশ্লেষণ চাওয়া হয়। ৫ জন ঠিকাদার দর বিশ্লেষণ দাখিল করেন, টিইসি-৪ দর বিশ্লেষণ যথাযথ/ সঠিক হিসাবে বিবেচনা করেননি। এর প্রেক্ষিতে টিইসি -৪ কর্তৃক পিপিআর /০৮ এর ৯৮(২৩) ধারা অনুযায়ী মেসার্স মোজহার এন্টারপ্রাইজ এর উদ্ধৃত ১৬.০১% নিম্নদর (টাকা ৯৫,৯৭,৫৬০) গ্রহণকরতঃ নোটিশ অব এ্যাওয়ার্ড প্রদানের সুপারিশ করা হলে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল, পাউবো, ভোলা ও চেয়ারম্যান, টিইসি-৪, উক্ত দর অনুমোদন করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮ (২৩) অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য সর্বনিম্ন দরপত্র দাতা কর্তৃক দর দাখিল করায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃ পরীক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া উক্ত বিধান মতে সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে দর বিশ্লেষণ চাওয়ার সপক্ষে কোন রেকর্ড পত্র পাওয়া যায়নি।
- কারিগরী মূল্যায়ন কমিটি-৪ এর সুপারিশ অনুযায়ী রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দেয়ায় জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ২৮-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- কারিগরী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৪

শিরোনাম : সিসি ব্লক উৎপাদনের কাজকে খন্ড খন্ড করে সম্পাদন করায় প্যাকেজসমূহের মধ্যে একক দরের তারতম্যজনিত কারণে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ৮৩,৭৫,৫০৬ টাকা ।

বিবরণ :

- পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, চাঁদপুর কার্যালয়ের 'চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-৩)' এর ২০০৫-২০১০ এর হিসাব ০৭-০৬-২০১১ তারিখ হতে ১৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের ডিপিপি, দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, টেন্ডার, কার্যাদেশ, এমবি ও বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে-
- চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-৩) এর বিপরীতে ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সিসি ব্লক উৎপাদন বাবদ সর্বমোট ২১,০৫,৯১,৪৩৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরদ্বয়ে সিসি ব্লক উৎপাদনের কাজকে ৮টি প্যাকেজে বিভক্ত করে কার্যসম্পাদন করা হয়েছে। একই কাজকে ৮টি প্যাকেজে বিভক্ত করে সম্পাদন করার ফলে প্যাকেজসমূহের মধ্যে একক আইটেম প্রতি দরের পার্থক্যজনিত কারণে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ৮৩,৭৫,৫০৬ টাকা। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সাশ্রয় নীতি অনুসৃত হয়নি [**পরিশিষ্ট-ঘ (১-৪)**]।
- সিপিডব্লিউ 'ডি' কোড, বিধি ৫৯ অনুযায়ী একই কাজকে খন্ড খন্ডভাবে প্রাক্কলন অনুমোদন পূর্বক কার্য সম্পাদনের সুযোগ নেই। অপরদিকে পিপিআর-২০০৮ এর ১৭(২) বিধি অনুযায়ী কোন কাজকে ৫টির বেশী লটে বিভক্ত করা যাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের বিধি ৫৯ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৭(২) লংঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, "ডিপিপিতে অনুমোদিত প্যাকেজ অনুযায়ী দরপত্র আহবান এবং বাস্তবায়ন করা হয়। পিপিআর/০৮ অনুযায়ী কোন প্যাকেজকে ৫টি লটের অধিক বিভক্ত করা যাবে না। কাজের ধরণ ও অবস্থান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- পিপিআর/০৮ অনুযায়ী কোন প্যাকেজকে ৫টি লটের অধিক বিভক্ত করা যাবে না মর্মে বলা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কাজটিকে পিপিআর/০৮ এর পরিপন্থীভাবে ৮টি প্যাকেজে বিভক্ত করে এবং ডিপিপি অনুমোদন করে দরপত্র আহবান করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিধায় জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।
- একক কাজকে বিভিন্ন লটে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের বিধি ৫৯ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৭(২) অনুসরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনাম : সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের দরপত্র সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব ২৩,৯৭,৫০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।

বিবরণ :

- পাউবো'র আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-১, ভোলা কার্যালয়ের 'ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' ২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ সালের হিসাব ১১-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিল ভাউচার, এমবি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- 'ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর কাজ বাস্তবায়নের জন্য দুটি দরপত্র যথাক্রমে নং-০২/২০০৭-০৮, ০৯/২০০৮-০৯ এবং ০২/২০০৯-১০ আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত দরপত্রগুলোর সিডিউল বিক্রয় করে (১১,৭৭,৫০০+১২,২০,০০০) ২৩,৯৭,৫০০ টাকা আয় করা হয়েছে। কিন্তু সিডিউল বিক্রয় বাবদ উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি [**পরিশিষ্ট-ঙ (১-৩)**]।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট শাখা-১ হতে জারীকৃত অম/অবি/উবা-১/কর্মসূচী-১১৬/০২/১০৫১ তারিখ-০৪-০৪-২০০৫ খ্রিঃ নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত প্রকল্পের দরপত্রের সিডিউল বিক্রির টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, "সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ বোর্ডের কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা করা হয়েছে"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী দরপত্র সিডিউল বিক্রির অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি বিধায় জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ২৮-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -০৬

শিরোনাম : মূল চুক্তিমূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত কাজের জন্য বেশী দরে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২১,১৪,২৯৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- পাউবো'র আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, ভোলা কার্যালয়ের 'লালমোহন উপজেলায় অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ' ২০০৫-০৬ হতে ২০০৮-০৯ সালের হিসাব ১১-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রাক্কলন ও বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- উক্ত প্রকল্পের নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের সিসি ব্লক উৎপাদন, স্থাপন ও ডাম্পিং কাজের জন্য ঠিকাদারগণের বিল চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঠিকাদারগণের সাথে সিসি ব্লক উৎপাদন, ডাম্পিং এবং স্থাপন কাজের জন্য যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে সেই চুক্তিমূল্যে বিল পরিশোধযোগ্য। কিন্তু সংশোধিত প্রাক্কলনের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত সিসি ব্লক উৎপাদন ও ডাম্পিং করা হয়েছে সেই কাজের জন্য পূর্বের দরের চেয়ে অতিরিক্ত দর পরিশোধ করা হয়েছে। একই কাজের জন্য একই বিলে ২(দুই) ধরণের মূল্য পরিশোধ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ পিপিআর পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান ১৮ (১) (ই) এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৭ অনুযায়ী মূল কাজের ১৫% পর্যন্ত ভ্যারিয়েশন গ্রহণযোগ্য এবং উক্ত আইটেম মূল চুক্তিতে থাকলে অতিরিক্ত কাজ ঠিকাদার চুক্তিমূল্য, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০ (১) (ক) অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঠিকাদার প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে স্বজ্ঞানে কম মূল্যে দরপত্র দাখিল করছেন। তাই অতিরিক্ত কাজের জন্য প্রাক্কলিত মূল্যে দাবী করা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০ (১) (ক) এর লংঘন। কারণ ঠিকাদারের সাথে যদি উর্ধ্বদরে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হতো সেক্ষেত্রে ঠিকাদার অতিরিক্ত কাজ প্রাক্কলিত মূল্যে গ্রহণ করতেন না।
- ফলে চুক্তি মূল্যের চেয়ে বেশী দরে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২১,১৪,২৯৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে [**পরিশিষ্ট-চ (১-২)**]।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(১)(ক) অনুযায়ী "অতিরিক্ত কাজের আইটেমসমূহ মূল অনুরূপ বা একই হলে উক্ত অতিরিক্ত আইটেম সমূহের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল চুক্তির একক মূল্য প্রযোজ্য হবে"। কিন্তু এক্ষেত্রে তা লংঘন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ০২-০৪-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, "সংশোধিত ডিজাইন অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ কিছু কিছু বৃদ্ধি পায়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করার প্রেক্ষিতে পুনঃ দরপত্র আহবানের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল না। ফলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের মাধ্যমে তৎকালীন বাজার দরে এ্যাপেনডিক্স প্রণয়নপূর্বক কার্য সম্পাদন করা হয়েছে"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রদত্ত জবাব প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ অতিরিক্ত কাজ অনুমোদনের উপর আপত্তি দেয়া হয়নি। আপত্তিতে উল্লেখ ছিল চুক্তিমূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে ঠিকাদারের বিল পরিশোধে সরকারি অর্থের ক্ষতি হয়েছে এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- চুক্তিবদ্ধ কাজের আইটেমের ক্ষেত্রে বাজার দরে এপেনডিক্স প্রণয়ন পূর্বক ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে বিবেচিত।
- এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০ (১)(ক) লংঘন পূর্বক ঠিকাদারকে চুক্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে অর্থ পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ০২-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সরকারি ক্ষতিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -০৭

শিরোনাম : প্রকল্প চালু অবস্থায় ইতিপূর্বে সম্পাদিত কাজের স্থানে পুনর্বাসন কাজের নামে ৫৮,৭৭,১৮২ টাকা সরকারি অর্থের অপচয়।

বিবরণ :

- পাউবো'র আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-২, ভোলা কার্যালয়ের 'লালমোহন উপজেলায় অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ' ২০০৫-০৬ হতে ২০০৮-০৯ সালের হিসাব ১১-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৪-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে দরপত্র, দরপত্র মূল্যায়ন, প্রতিবেদন, প্রাক্কলন ও বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- উক্ত প্রকল্পের ৬৮.০০ কিঃমিঃ হতে ৬৯.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত সিসি ব্লক দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ ঠিকাদার পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিমিটেড ও হায়দার কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সম্পাদন করে এবং ঐ কাজের জন্য ঠিকাদারদ্বয়কে (৫,০৮,৭৪,৯৭৬+৪,৩৭,৩০,৩৯৭) = ৯,৪৬,০৫,৩৭৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এম বি নং-৩০৩২ পৃ/৪৫, হায়দার কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড ২৯-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে কাজ শেষ করেন। পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিমিটেড, এমবি নং-৩০৬৭ পৃ/১৯ কাজ শেষ করেন ২৯-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে।
- একই সময়ে ২০০৭-০৮ আর্থিক সালে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে একই স্থানে অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে অর্থাৎ মোঃ মশিউর রহমান কে পুর্নবাসন ও সংরক্ষণ কাজে ৬৮.০০ কিঃমিঃ থেকে ৬৯.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত কাজের জন্য (প্রাক্কলিত মূল্য ৮১,১৬,৫০৬ টাকা) ৫৮,৭৭,১৮২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এই ঠিকাদার কর্তৃক ৩০-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে কার্য সম্পাদন করা হয় (**পরিশিষ্ট-ছ**)।
- পূর্বের ২জন ঠিকাদার সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ এর মাধ্যমে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করেছেন এবং পুনরায় একই আইটেমের জন্য পুর্নবাসন এর কাজ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের কাজ যথাযথভাবে হয়নি কিংবা পরের কাজ প্রয়োজন ছাড়াই করা হয়েছে।
- প্রকল্প চলমান অবস্থায় একই কিঃমিঃ এ পুর্নবাসন কাজের সুযোগ নেই।স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস এর পিডব্লিউ-৩ এর জিসিসি নং-৫৭.১ অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের পর ডিফেক্ট লাইবিলিটিজ পিরিয়ড ১ বৎসর। পূর্বের ঠিকাদার এর সম্পাদিত কাজের ডিফেক্ট লাইবেলিটি পিরিয়ডের মধ্যে পুনর্বাসন কাজ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ০২-০৪-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, ''অতি ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ ২০০৫-০৬ অর্থ বৎসরে শুরু হয় এবং ২০০৭-০৮ সালে শেষ হয়। প্রকল্পের আনুষঙ্গিক কাজের সাথে ২০০৭-০৮ সালে পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়; যা প্রকল্প বরাদ্দের অর্থ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে ৩০-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে। অপরদিকে পুর্নবাসন কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে এবং ঠিকাদার কাজ শেষ করেছেন ৩০-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে। স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস পি ডব্লিউ -৩ এর জিসিসি/শর্ত নং ৫৭.১ অনুযায়ী ডিফেক্ট লাইবিলিটিজ পিরিয়ড ১ বৎসর। তাই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই পুর্নবাসন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা সঠিক নয়।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ০২-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- প্রকল্পের কাজ চলাকালীন একই স্থানে অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে অর্থ পরিশোধ করায় উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ -০৮

শিরোনাম : টেস্ট রিপোর্ট ব্যতীত সিসি ব্লক উৎপাদন করায় সরকারের ১৯,৬৪,৭২৬ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ :

- পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, চাঁদপুর কার্যালয়ের 'চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-৩)' এর ২০০৫-২০১০ এর হিসাব ০৭-০৬-২০১১ তারিখ হতে ১৫-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের বিল-ভাউচার, ম্যানুফ্যাকচার রেজিস্টার, ডাম্পিং রেজিস্টারসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে-
- মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ (প্যাকেজ নং-TP/w2/09-10), মেসার্স আশরাফ ট্রেডার্স (প্যাকেজ নং-TP/w4/09-10), জি, এম নূরুল ইসলাম (প্যাকেজ নং- TP/w5/09-10), মেসার্স এম আর কনস্ট্রাকশন (প্যাকেজ নং- TP/w7/09-10) কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ঠিকাদারগণ টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই ৫০×৫০×৫০ সেন্টিমিটার সাইজের ১৮৬২টি এবং ৪৫×৪৫×৪৫ সেন্টিমিটার সাইজের ১৮৩৬ টি সিসি ব্লক উৎপাদন করেন।
- স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস পি ডব্লিউ -৩ এর জিসিসি/শর্ত নং-৫৪ অনুযায়ী, সিসি ব্লক উৎপাদনের পূর্বে টেস্ট রির্পোট নেয়া আবশ্যক। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসৃত হয়নি।
- এক্ষেত্রে উক্ত টেস্ট রিপোর্ট ব্যতীত সিসি ব্লক তৈরী, ব্যবহার ও অর্থ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় ১৯,৬৪,৭২৬ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় হিসাবে বিবেচ্য (**পরিশিষ্ট-জ**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, "স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিসি ব্লকের শক্তি ৯.০০ নিউটন/ মি মি^{২} এর সমান বা বেশি হওয়া সাপেক্ষে, তার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। সিমেন্ট, বালু এর রুটিন টেস্ট করা হয়েছে"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ব্লকের সিলিন্ডার টেষ্ট এর পূর্বেই সিসি ব্লক তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্লকের সিলিন্ডার টেষ্ট পাওয়া গেলেও অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালস সিমেন্ট, বালু, খোয়া, পাথর এর টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি বিধায় জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে, দরপত্রের শর্ত নং- ৫৪ এর বিধান লংঘন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে সিসি ব্লকগুলো টেস্ট না করানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- সিসি ব্লক উৎপাদনের পূর্বে টেস্ট রির্পোট নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনাম : তৈরীকৃত শতভাগ সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০ মিটারের বাইরে বিবেচনায় ধরে শ্রমিক মজুরী প্রদান করায় ৩,১৯,৭৫,৮৬৯ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- পাউবো'র আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, বিআরই (বিশেষায়িত), সিরাজগঞ্জ কার্যালয়ের 'সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের' ২০০৭-২০০৮ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৯-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- উক্ত প্রকল্পের যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য বিভিন্ন সাইজের সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং কাজের জন্য শ্রমিক মজুরী ১০০% ব্লকের ক্ষেত্রে ২০০ মিটার বা ৬৫৬.২০ ফুট দূরত্বের জন্য শ্রমিক মজুরী নির্ধারণ করে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে । পানি উন্নয়ন বোর্ড এর রেইট সিডিউলে ২০০ মিটারের ভিতরে ও ২০০ মিটারের বাইরে দু'টি আইটেম রয়েছে, যা বগুড়া পওর সার্কেলের স্মারক নং- এফ-২/৩৭২৬ তারিখ-২-১২-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদিত। আইটেম নং-৪০-৩২০-১০ এবং ৪০-৩২০-২০। [পরিশিষ্ট-ঝ (১-২)]। ।
- বাস্তবে নদীর তীরে ২০০ মিটারের মধ্যে খালি জায়গা রয়েছে। অন্তত ৫০% ব্লক নির্মাণ করে ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এর জন্য ২০০ মিটারের ভিতরে হিসেবে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধযোগ্য হলেও তা না করায় পুরো প্রকল্পে অর্থাৎ পওর বিভাগ, সিরাজগঞ্জ অংশে ১,১৯,৮৫,৮০৭ টাকা এবং পওর বিভাগ, বিআরই (বিশেষায়িত) সিরাজগঞ্জ অংশে ১,৯৯,৬০,০৬২ টাকাসহ মোট ৩,১৯,৭৫,৮৬৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই জাতীয় কাজে অর্থাৎ ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরে বিআর আই (বিশেষায়িত) পওর বিভাগাধীন সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের সেকশন ডি-২১০ মিটার হতে সেকশন ডি ৪৩০ মিটার পর্যন্ত সিসি ব্লক ডাম্পিং এর ক্ষেত্র ৫০% (২০০ মিটারের মধ্যে)।
- প্রকল্প এলাকা ছিল ৭.৬৯ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য। ৭.৬৯ কিঃমিঃ এর মধ্যে ২০০ মিটার ভিতরে 'সিসি ব্লক স্থাপনের কোন খালি জায়গা পাওয়া যাবে না তা ধারণা বহির্ভূত। তাছাড়া ঠিকাদার কোথায় ব্লক প্রস্তুত করবেন তার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে কোন জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে ঠিকাদার নিজ উদ্যোগে ব্লক উৎপাদনের স্থান নির্ধারণ করেন। তাই পূর্বে থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে ব্লক প্রস্তুতের স্থান পাওয়া যাবে না ধরে প্রাক্কলন প্রস্তুতের সুযোগ ছিল না। ২০০ মিটার এর বাইরে শ্রমিক মজুরী অর্ন্তভুক্তি করে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংস্থার প্রাথমিক জবাবে বলা হয়েছিল, ''সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্পের অত্র বিভাগাধীন প্যাকেজ নং-আরবিএস-১৯ হতে আরবিএস-২৪ এর নদীর তীরে ২০০ মিটারের মধ্যে সিসি ব্লক তৈরীর মতো কোন খালি এবং নিরাপদ জায়গা ছিল না। ফলে সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট সংলগ্ন স্কাউট মাঠে এবং হার্ড পয়েন্টের জেলখানা নামক স্থানে সিসি ব্লক তৈরী ও স্ট্যাক করা হয়। উক্ত স্থানসমূহ প্রকল্পের স্থান হতে প্রায় ৪০০মিঃ হতে ৫০০ মিটারের অধিক দূরত্বে অবস্থিত। ফলে ৪০০ মিটার হতে ৫০০ মিটার অধিক দূরত্ব হতে সিসি ব্লক ট্রাকযোগে/নৌকাযোগে বহন করে সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং করা হয়েছে। ফলে সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এর জন্য শ্রমিকের মজুরী ২০০ মিটারের বাইরে হিসাবে দেয়া যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়েছে। এই অবস্থায় আপত্তিটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হ'ল"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পুরো প্রকল্প ৭.৬৯০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজে সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং করা হয়েছে। উক্ত ৭.৬৯০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং ২০০ মিঃ এর মধ্যে খালি জায়গা পাওয়া যাবে না তা সঠিক নয়। তাছাড়া প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে নদীর তীরে খালি জায়গা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই ঠিকাদারগণকে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সিডিউল অনুসরণ না করে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য ১০০% সিসি ব্লক ডাম্পিং ও প্লেসিং ২০০ মিটারের বাইরে শ্রমিক মজুরী দেয়া হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। আধা সরকারি পত্রের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির অর্থ আদায় পূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ -১০)

শিরোনাম : চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের (২য় পর্যায়) ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের ব্যয়ের রেকর্ডপত্র সরবরাহে অপারগতা।

বিবরণ :

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, চাঁদপুর কার্যালয়ের অধীনে চাঁদপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯- ২০১০ সালের খরচের উপর বিশেষ নিরীক্ষা ০৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-৬-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ৪টি টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, ফরমাল টেন্ডার, টিইসির প্রতিবেদন, প্রাক্কলনসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ২০০৫-০৬ সালের শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) বিপরীতে চুক্তিকৃত ১০,৪৪,৯৮,৮৬১ টাকার বিল ভাউচার ফরমাল টেন্ডার ও এমবি ব্যতীত ব্লক উৎপাদন রেজিস্টার, ডাম্পিং রেজিস্টার, ডাম্পিং কমিটির প্রতিবেদন, দরপত্র প্রকাশের তথ্যাদি সময়মত সরবরাহ না পাওয়ায় ব্যয়ের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি।
- পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান অনুযায়ী প্রকল্প সমাপনান্তে ৫ বৎসর পর্যন্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সর্বশেষ ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখের জবাবে সংস্থা জানিয়েছে, "অফিস মেরামতকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র অন্যত্র স্থানান্তর করার কারণে সাময়িকভাবে তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি"। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল"।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান এবং রেকর্ড ম্যানুয়েল অনুযায়ী কমপক্ষে পাঁচ বছর সংরক্ষণ করা অফিস প্রধানের দায়িত্ব থাকলেও তা করা হয়নি বিধায় জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।
- মন্ত্রণালয় বরাবর ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটার জারি করা হয়। অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (এআইআর) বা ম্যানেজমেন্ট লেটারের জবাব সময়মত না পাওয়ায় ২৯-৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। তাগিদ পত্রের প্রেক্ষিতে ৩০-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া গেলেও তা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক না হওয়ায় ১৩-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- পিপিআর/০৮ অনুযায়ী প্রকল্প কাজের নথিপত্র ন্যূনতম পাঁচ বছর সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাক্ষরিত

তারিখ : ৬ই মাঘ/১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯/০১/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৭২৬৯কম/এ, ৭১৩ বই, ২০১৪।